SAMSAPTAK সংশপ্তক
A Bengali Peer-Reviewed & Refereed Journal

ISSN: 2454-4884
অষ্টম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন - ২০২৩

সংশপ্তক

বিশেষ সংখ্যা

[illegible]

এবং

অন্যান্য প্রবন্ধ

সম্পাদক

উত্তম দাস

সংশপ্তক , SAMSAPTAK

Peer-Reviewed & Refereed Journal

২০২৩ ,জুন

2023 , June

Vol.8, Issue- II

অষ্টম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

ISSN-2454-4884

পত্রিকা অধিকর্তা (Magazine Director)

প্রফেসর উৎপল মণ্ডল (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদক (Editor)

উত্তম দাস , সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ

বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউড়ি

সহ -সম্পাদক - অতীশচন্দ্র ভল্লা

Name of the Editorial Advisory Board

ড. প্রকাশ মাইতি (বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. রীতা মোদক (বিশ্বভারতী)

ড. সুখেন বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড.সাবলু বর্মণ (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

গৌতম দাস (বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক আমিরুল খান (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

অধ্যাপক প্রসেনজিৎ মণ্ডল (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

অধ্যাপক দেবপ্রিয় মণ্ডল (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

Peer Review Committee

তাপস সোরেন (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জী (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনগান : আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নির্বেদ
সুচন্দন মণ্ডল # 260
আদিবাসী সমাজ জীবন ও আধুনিকতার প্রভাবঃ – একটি পর্যালোচনা
সুদীপ্ত সেন # 269
সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন : জীবনানন্দের কবিতা।
সুরজিৎ প্রামাণিক # 275
প্রাবন্ধিক রোকেয়া সাখাওয়াতের উত্তরসূরী এম. আবদুর রহমান
সেলিম মিয়া # 283
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকে (নির্বাচিত) সাম্প্রদায়িক মৈত্রীবোধ
হাসানুর জামান মণ্ডল # 291
মানবকল্যাণে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রাসঙ্গিকতা
ইন্দ্রাণী লাহা # 299
ঘাসি উপজাতির জাতিবৃত্তি - ঈশ্বর প্রদত্ত মদনভেরি
খুকুমনি হাঁসদা # 303
জৈন নীতিবিদ্যা
মনিকা সিংহ # 311
বহুমুখী খোঁজ, ধর্ম ও রহুর উত্তর পুরুষ
নুনম মুখোপাধ্যায় # 320
দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা : স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং সমসাময়িক অন্যান্য কয়েকজন গল্পকার
সুজাতা সরকার # 326
শিরোনাম : স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা
প্রসেনজিৎ দাস # 334
চর্যাপদের বন্দনা
প্রমা পাল # 339
চেতনাপ্রবাহধর্মী বাংলা আখ্যানের বিরল স্থপতি সঞ্জয় ভট্টাচার্য
অনিন্দিতা গাইন # 345
বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসে নগরচৈতন্য
ঋতজা ভট্টাচার্য্য # 352
বর্ধমানের কৃষি অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে বন্যার প্রভাব: প্রসঙ্গ বিংশ শতকের প্রথমার্ধ
ভাস্কর দত্ত # 358

ISSN-2454-4884

মানবকল্যাণে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রাসঙ্গিকতা

ইন্দ্রাণী লাহা

সারসংক্ষেপ -

এই জগতে ঈশ্বরসৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। বহু বহু জন্মের পর দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম লাভ করে মানব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন। এবং সেই উদ্দেশ্য যেন যথার্থ মঙ্গল প্রদ হয়। এই পার্থিব জগতে ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে মায়ার কবলে কবলিত হয়ে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করছে। এই অনিবার্য দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে মহাজন নির্দেশিত পথ। বেদ পুরাণাদি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র মানুষকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে। মানবকল্যাণকারী এমনই এক গ্রন্থ হল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। মহর্ষি বেদ ব্যাস রচিত সংস্কৃত ভাষায় দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত ১৮০০০ শ্লোক সমন্বিত এই গ্রন্থখানি। সমগ্র মানবসমাজকে যথার্থ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে এই গ্রন্থখানি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি জীবের যাবতীয় শোক ও মোহ দূরীভূত করে। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র কর্তব্য এবং তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতিই মানবজীবনকে সার্থক করবে। মানুষের সাথে অন্যান্য জীবের পার্থক্য হল মানুষ উন্নতচেতনা সম্পন্ন জীব সে সমস্ত কিছু যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিবেচন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই তারা যদি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত না হয়ে পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনেই রত হয়ে থাকে তাহলে পশুর সাথে তার প্রভেদ কোথায়? তাই মহাভারতে বলা হয়েছে –

"ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানা।"

ভাগবতেও বলা হয়েছে সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হল অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতি লাভ করা তাহলেই আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করবে।

বর্তমান কলিযুগের মানুষ হল স্বল্পায়ু, মন্দমতি, অলস, কলহপরায়ণ, নিরন্তর রোগব্যাধির দ্বারা জর্জরিত। কলিকাল দোষের সমুদ্র হলেও এর একটি মহৎ গুণ আছে তা হল হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানকে প্রসন্ন করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিকালে আবির্ভূত হয়ে নিজে আচার ও প্রচার করে সমগ্র জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আজ সারা বিশ্বে এই ভাগবতধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলিও মানসিক শান্তির খোঁজে ভারতবর্ষে এসে এই ভাগবত ধর্ম গ্রহণে ব্রতী হয়েছে। তাই আমরা যদি এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও এই ধর্ম গ্রহণে ব্রতী না হই তাহলে তা আমাদেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

সূচক শব্দঃ ঈশ্বর, ধর্ম, মঙ্গল, মানবকল্যাণ, আত্মা, সাম্প্রদায়িক, ভক্তি, পরমাত্মা, প্রচারকার্য।

মূল প্রবন্ধ-

ভারতবর্ষ হল পুণ্যভূমি। সাধু মহাপুরুষগণের পবিত্র চরণরজে অভিষিক্ত এই ভূমি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই পবিত্রভূমিতে জন্মগ্রহণ করে আমরা যদি কল্যাণকর কর্মে যুক্ত হতে না পারি তাহলে সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ হল সমগ্র মানব সমাজের ঐক্য সাধন করা। এই আদর্শকে সফল করার কথা মহান চিন্তাশীল মানুষেরা উপলব্ধি করেছেন। আর এই কার্য্য সফল করার ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের অবদান অনস্বীকার্য। সমগ্র মানব সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করবে ভাগবতের এই অমূল্য বানী।

মানুষ হল উন্নতচেতনা সম্পন্ন জীব। অন্যান্য প্রাণীদের সাথে মানুষের পার্থক্য হল মানুষ সব কিছু যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় কিন্তু অন্য প্রাণীরা তা পারে না। মানুষের মনেই প্রশ্ন জাগে আমি কে? এই জগতের

সৃষ্টি কর্ত্তা কে? তাঁকে কি দেখা যায়? জগতে এত দুঃখ কেন? এই দুঃখের নিবৃত্তি কিভাবে হবে? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে সে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ তাদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শান্তির বাণী শুনিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হল এমনই এক শাস্ত্রগ্রন্থ যা শুধু পারমার্থিক বিজ্ঞানই নয় পরন্তু মানুষের কর্তব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও অবহিত করে।

ভাগবতের প্রথমেই শ্রীল ব্যাসদের সেই পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করেছেন –

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোऽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোऽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" [১]।।

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে আদি পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান্ তাঁর থেকেই সমস্ত কিছুর প্রকাশ। গীতাতেও ভগবান্ বলেছেন তাঁর থেকে মহৎ আর কিছু নেই। তিনিই জড় ও চেতন জগতের সমস্ত কিছুর উৎস স্বরূপ। এই তত্ত্ব যারা অবগত হয়ে শুদ্ধ ভক্তিসহ আমার ভজনা করেন। তিনিই হলেন যথার্থ জ্ঞানী।

"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাবসমন্বিতাঃ" [২]।।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে —

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্" [৩]।।

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই হলেন আনন্দঘন আদি পুরুষ এবং তিনিই সর্ব কারণের কারণ স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি উদিত হয় এই ভাগবত শ্রবণের ফলে এবং জীবের যাবতীয় শোক, মোহ, ভয় দূরীভূত হয়।

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা" [৪]।।

সুতরাং আমরা যদি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি তাহলে আমাদের চিন্তার কিছু থাকবে না। এখন প্রশ্ন হল আমরা ভগবানের আরাধনা কেন করব? কারণ ভগবান হল আমাদের সচেয়ে বড় নিঃস্বার্থ বান্ধব। তিনি অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেকটি জীব হৃদয়েই বাস করেন। তবে সকলেই যে তার আরাধনা করবে এমন নয় কারণ প্রত্যেকটি মানুষের চিওবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের এবং প্রকৃত সুখলাভ ভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

একদা সূতমুনি শৌণকাদি ঋষিগণের অনুরোধে জীবের প্রকৃত মঙ্গল কিসে হবে তর উত্তরে বললেন — এই কলিকালে সকল মানুষই প্রায় আসুরী স্বভাব সম্পন্ন, কলহপরায়ন, নিরন্তর রোগব্যাধিতে জর্জরিত। তাই তাদের মুক্তিলাভ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি লাভেই সম্পন্ন হবে।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াৎত্মা সম্প্রসীদতি" [৫]।।

ISSN-[illegible]

[illegible] ভগবানের [illegible] উপদেশের [illegible] সংসার [illegible] মুক্ত হয়ে [illegible] ভগবান [illegible] আবির্ভূত হয়ে [illegible]

[illegible] যুগে যখনই [illegible] পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়, ধর্মের হানি হয় তখনই ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের বিনাশ করেন এবং সাধুদেরকে রক্ষা করেন।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অন্ন ইন্দ্রিয় ভোগ সুখ নয়। [illegible] মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল পরমতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা এবং তার অনুসন্ধান করা। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব কল্যাণে [illegible] যোগের কথা বলেছেন যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ" ॥

এই তিন যোগের দ্বারাই মানুষ নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। সুতরাং এই দুর্লভ মানব জন্মে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে [illegible] না হয়ে, বৃথা সময় নষ্ট না করে ভগবানের ভজন করে চিন্ময় ধামে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারটি যুগের পৃথক পৃথক যুগধর্ম আছে। সেই ধর্মের সাধনের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায়। কলিযুগের যুগধর্ম হল হরিনাম সংকীর্তন। এই কলিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মহিমা প্রচার করেছিলেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই দিব্যনামের মহিমা অপার। এই রূপ মঙ্গল লাভের সহজতম পন্থা অন্য কোন যুগে [illegible] হয় নাই। তাই দেবতারা পর্যন্ত এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাগবতে বলা হয়েছে –

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি" ॥

ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভ করে আমরা কতই না ভাগ্যবান। তাই মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের জন্য যত্নশীল হব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন –

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার" ॥

ISSN-2454-4884

এই দিব্যবাণী যদি আমরা নিজ জীবনে পালন করতে পারি তাহলে ধন্য হয়ে যাব। পাশ্চাত্যের ধনীদেশগুলি থেকেও মানুষ আজ ভারতবর্ষে এসে এই ভাগবত ধর্ম গ্রহণে ব্রতী হয়েছে। মহাপ্রভুর অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জনগণ ব্যাপক ভাবে দেশে ও বিদেশে দিব্য হরিনাম প্রচার ও প্রসারে রত হয়েছেন শত বাধা অতিক্রম করে। তাই আমরা যারা নিজ মঙ্গলকামী তারা এই ভাগবদ্ ধর্মগ্রহণ ব্রতী হব। নিজেদের দেশের ও দশের কল্যাণে আমরা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করব, ঈশ্বরের কৃপায় সকলই সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১) ভাঃ ১/১/১
২) ভঃগীঃ ১০/৮
৩) ব্রহ্মঃসঃ ৫/১
৪) ভাঃ ১/৭/৭
৫) ভাঃ ১/২/৬
৬) গীতা ৪/৭
৭) গীতা ৪/৮
৮) ভাঃ ১১/২০/৬
৯) ভাঃ ১১/৫/৩২
১০) ভাঃ ৫/১৯/২৮
১১) চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

গ্রন্থপঞ্জী

১) ব্যাসদেব, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাপ্রেস গোরখপুর, ২০৪৩ বৈক্রমাব্দ।
২) দীন ভক্তদাস, ভাগবত কথামৃত, অক্ষয় লাইব্রেরী, মাঘ ১৪২৫ সন, ইং- (ফেব্রুয়ারী ২০১৯)
৩) বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ১৯৮৮
৪) গোস্বামী শ্রী শ্রী জীব, ভক্তিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২।
৫) নাথ রাধাগোবিন্দ, চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ভক্তিগ্রন্থপ্রচার ভান্ডার, বালিগঞ্জ, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।
৬) দাস রাধেশ্যাম, ভগবদ্গীতার সারতত্ত্ব, ইসকন্, শ্রীমায়াপুর নদীয়া, ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমী, প্রথম সংস্করন ২০০৫।

.....

গবেষিকা সিকম্ স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি , বোলপুর

SAMSAPTAK

A bi annual journal based on research social, Literary and cultural discourse

ষষ্ঠ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা ।।

Vol. 6, Issue - 2

June - 2023

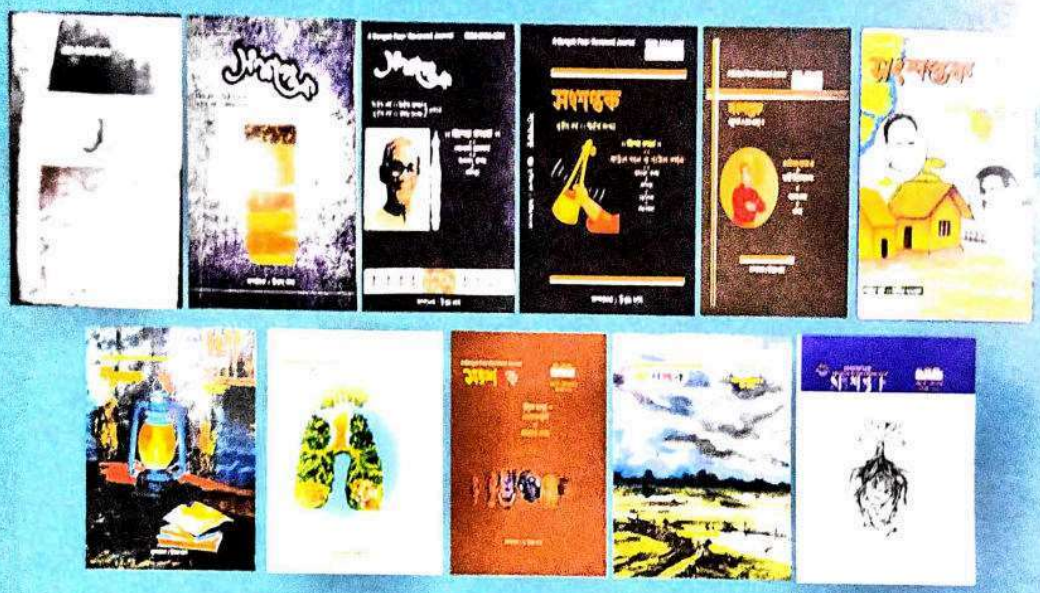

Price : Rs. 440/-

মূল্য - ৪৪০ টাকা

e-mail :

samsaptakuk12@ gmail.com

Web site : www.samsaptaksig.wordpress.com